পথের টানে

জলের তলার মায়াবী জগৎ

সৌমিতা মুখোপাধ্যায়

আমার জীবনের একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হল ২০১৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার গ্রেট বেরিয়ার রিফ (Great Barrier Reef বা GBR) দেখতে যাওয়া।

GBR পৃথিবীর বৃহত্তম প্রবাল প্রাচীর। এখানে রয়েছে প্রায় ২৯০০টি একক প্রাচীর আর ৯০০ দ্বীপ যা প্রায় ২৩০০ কিলোমিটার দীর্ঘ আর ৩৪৪৪০০ বর্গ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে আছে। এটি অস্ট্রেলিয়ার কুইনস্‌ল্যান্ডের প্রবাল সমুদ্রে অবস্থিত। এই প্রাচীরটি কয়েক কোটি ক্ষুদ্র জীব দিয়ে তৈরি যার নাম coral বা প্রবাল। এই প্রবাল প্রাচীর পৃথিবীর জীববৈচিত্র্যকে বহুলাংশে ধারণ করে রেখেছে যা প্রাকৃতিক সাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করছে। তাই এর অবদান পৃথিবীতে অনস্বীকার্য।

এটি একটি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসাবে স্বীকৃত হয় ১৯৮১ সালে। CNN একে পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম বলে চিহ্নিত করে। এই প্রাচীরটি অস্ট্রেলিয়ার কুইন্‌স্‌ল্যান্ড প্রদেশের আইকন বা প্রতিমূর্তি হিসাবে চিহ্নিত।

এই প্রবাল প্রাচীর পৃথিবীকে বিভিন্নভাবে রক্ষা করে চলেছে—এনভায়রনমেন্টাল প্রেসার, ক্লাইমেট চেঞ্জ, কোরাল ব্লিচিং, ক্রাউন অব থর্নস্, স্টারফিশ ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিষয়কে তুল্য রেখে। তাই একে রক্ষা করা খুবই প্রয়োজন।

সেই উদ্দেশ্যে এই প্রবাল প্রাচীরের এক বিরাট অংশ মেরিন পার্ক হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর ফলে মনুষ্যজনিত প্রাকৃতিক বিপর্যয় কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। গবেষকদের মতে এই প্রবাল প্রাচীরের অনেকটাই ধ্বংস হয়েছে মানুষের ব্যবহারের ফলে। 'Nature' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে যে প্রাচীরের উত্তরভাগের প্রায় ৮০০ কিলোমিটার জায়গায় প্রবালের মৃত্যু হয়েছে জলের উষ্ণতার তারতম্যের জন্য।

প্রায় দুকোটি বছর আগে এই প্রবাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল মৃত প্রবালের স্তূপের ওপর নতুন করে বেঁচে উঠে। মৃত প্রবালরা পরপর জমা হয়ে শক্ত পাথরের প্রাচীর তৈরি করেছে যা কিনা অসংখ্য প্রাণের উৎপত্তিস্থল—প্রবাল, ছত্রাক, অ্যানিমন, স্পঞ্জ, মাছ, পোকা, স্টারফিশ, কচ্ছপ, শামুক, সাপ আর হাজারেরও বেশি উদ্ভিদ প্রজাতির। গত চার হাজার বছর ধরে এই প্রবাল সাম্রাজ্য ছিল অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের দখলে। এটি ছিল তাদের নিত্য জীবনধারণের জন্য খাদ্যসামগ্রীর সরবরাহস্থল।

প্রবাল দ্বীপপুঞ্জ : ফ্লিন রিফ

প্রবাল দ্বীপপুঞ্জের অস্তিত্ব প্রথম সকলে জানতে পারে ১৭৭০ সালে জেমস কুকের বর্ণনায়। বর্তমানে AIMS অর্থাৎ 'অস্ট্রেলিয়ান ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্স' প্রবাল দ্বীপপুঞ্জ সম্পর্কিত সর্বাধিক গবেষণা করে থাকে। রিফের অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে এখনকার দিনে সব থেকে ভয়াবহ ব্যাপার দূষণ। ২০১০ সালে চাইনিজ জাহাজ 'সেন্ নেং ০১' তেল ছড়িয়ে প্রায় তিন কিলোমিটার এলাকায় প্রবাল ধ্বংস করে। তাছাড়া সমুদ্র সংলগ্ন এলাকার জৈব রাসায়নিক সারও প্রবালের বিশেষ ক্ষতি করে চলেছে।

গ্রেট বেরিয়ার রিফ একমাত্র জীবন্ত বস্তু যা মহাশূন্য থেকে দেখা যায়, যেমন জড়বস্তু হিসেবে দেখা যায় চিনের প্রাচীর। এই প্রদেশটি অস্ট্রেলিয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সব থেকে উল্লেখযোগ্য উপহার। এর সৌন্দর্য ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। আজকের প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে ইন্টারনেট, ডিসকভারি বা ন্যাশনাল জিওগ্রাফির মতো টিভি চ্যানেলের অনুষ্ঠানে এর সৌন্দর্য কিছুটা আস্বাদন করা যায়। স্বাভাবিকভাবেই এটি বিশ্বের ভ্রমণপিপাসু নাগরিকদের অন্যতম গন্তব্যস্থল। এখানে নানারকম পর্যটনশিল্প গড়ে উঠেছে। পর্যটকদের মনোরঞ্জনের জন্য স্নরকেলিং, স্কুবা ডাইভিং, এয়ারক্রাফট্ বা হেলিকপ্টার ট্যুর, সেলফ্ সেইলিং বোট, গ্লাসবটম বোট, ক্রুজ, হোয়েল ওয়াচিং, সুইম উইথ ডলফিন ইত্যাদি ব্যবস্থা রয়েছে।

এই প্রবাল দ্বীপপুঞ্জগুলি এতটাই রঙিন যে জলের মধ্যে এরা এক মায়ালোক তৈরি করে। সেখানে রয়েছে অসংখ্য রঙিন মাছ, বিভিন্ন ধরনের প্রবাল, বিভিন্ন প্রজাতির হাঙর, ডলফিন, কচ্ছপ, আরও কতরকমের সামুদ্রিক প্রাণী যেমন স্টারফিশ সমুদ্রশশা, সি অ্যানিমন, জেলিফিশ, সামুদ্রিক সাপ

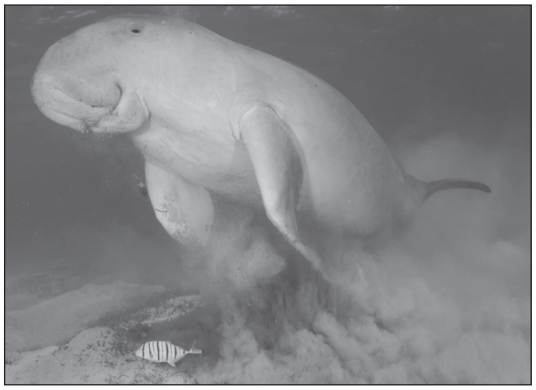

দুগং

ইত্যাদি। বিরাটাকার স্তন্যপায়ী প্রাণী দুগংদের বাসস্থান হল প্রবাল দ্বীপপুঞ্জ। এছাড়া এটি বিপুল পরিমাণ অবলুপ্তপ্রায় প্রাণীদের বাসস্থান। তাই ২০০৪ সালে 'গ্রেট বেরিয়ার রিফ মেরিন পার্ক অথরিটি' রিফের সর্বাধিক সুরক্ষিত অঞ্চল ৩০% নির্ধারিত করেন। এই সুরক্ষিত অঞ্চলে পনেরো প্রজাতির সিগ্রাস দেখা যায় যা কিনা দুগং, কচ্ছপ আর মাছেদের বাসস্থান আর খাদ্য।

এই স্থানটি সমুদ্রবিজ্ঞানীদের কাছে গবেষণার পীঠস্থান আর সাধারণ মানুষের কাছে প্রকৃতির বিস্ময়কর সৃষ্টি। এখানে রয়েছে প্রায় ত্রিশটি

সামুদ্রিক সাপ

প্রজাতির হাঙর, সতেরোটি প্রজাতির সামুদ্রিক সাপ, তিনশো ত্রিশটি প্রজাতির অ্যাসিডিয়ানস্, দেড় হাজারেরও বেশি প্রজাতির মাছ, সামুদ্রিক ও সমুদ্র সংলগ্ন দুশো পনেরোটি প্রজাতির পাখি, ছয়টি প্রজাতির কচ্ছপ, আরও কত ধরনের জীব!

AIMS-এর গবেষণা অনুযায়ী এই দ্বীপপুঞ্জকে বিভিন্নভাগে ভাগ করা হয়—ক্রিসেন্টিক রিফ, ফ্ল্যাট রিফ, ফিংঙ্গিং রিফ, লেগুনাল রিফ ইত্যাদি। রিফ সংলগ্ন কোস্টাল এলাকায় রয়েছে নোনাজলের কুমীররা যারা দৈর্ঘ্যে কুড়ি ফুট ও ওজনে এক হাজার কিলো পর্যন্ত হতে পারে।

প্রত্যেক বছর প্রায় দু-লক্ষ পর্যটক এই রিফ অঞ্চলে পদার্পণ করেন। তাই অস্ট্রেলিয়া সরকার এই প্রবাল সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছেন।

২০১৩ সালের জুলাই মাসে আমরা দুজন ও আমাদের তিন বছরের শিশুকন্যা অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছই ইন্দো-অস্ট্রেলিয়ান ফেলোশিপের সাহায্যে। আমরা কুইন্স্ল্যান্ড প্রদেশের টাউন্স্ভিল শহরে থাকতে শুরু করি। পুজোর সময় আসন্ন, তাই খোঁজ করতে থাকি কোথায় দুর্গাপুজো হয়। ফোনে সিডনি রামকৃষ্ণ মিশন থেকে জানতে পারি, কাছাকাছির মধ্যে কেইন্স্ শহরে দুর্গাপূজা করেন একদল বাঙালি। পূজ্যপাদ মহারাজের ব্যবস্থায় ওই শহরের একজন নামকরা বাঙালি ডাক্তারবাবু আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানান। আমরা ওঁরই গৃহে এক সপ্তাহ থেকে দুর্গাপুজো দেখি আর গ্রেট বেরিয়ার রিফ, ডেইনট্রি ইত্যাদি স্থানে ভ্রমণ করি।

কেইন্সের আবহাওয়া অনেকটা আমাদের ব্যাঙ্গালোরের আবহাওয়ার মতোই। রাতে বৃষ্টি, অল্প ঠান্ডা আর দিনে রোদ। GBR যাওয়ার জন্য জুন থেকে অক্টোবর হল সব থেকে ভাল সময়। তখন দিনে বৃষ্টি নেই, তাই পরিষ্কার অর্থাৎ স্বচ্ছ জল আর সাঁতার কাটার উপযুক্ত পরিবেশ। তাছাড়া নভেম্বর থেকে জলে মারাত্মক বক্স জেলিফিশ আর স্টিংগারদের আনাগোনা শুরু হয়, যাদের স্পর্শ প্রাণনাশক। ওই সময় জলের দৃশ্যতাও নষ্ট হয়ে যায় আর জলে নামতে হলে স্পেশাল স্টিং প্রুফ স্যুট পরতে হয়।

একদিন 'দুর্গা' বলে আমরা কেইন্স্ শহর থেকে পোর্টের উদ্দেশে রওনা হলাম এবং সেখান থেকে তিনজনের সারাদিনের টিকিট নিয়ে ক্রুজে পদার্পণ করলাম। সকাল আটটায় ক্রুজশিপ ছাড়ে আর বিকেল সাড়ে পাঁচটায় ফিরে আসে।

একটা অজানা ভয় মনের মধ্যে কাজ করছিল,

আমাদের ক্রুজশিপ

এত ছোট বাচ্চা নিয়ে এতক্ষণ জলের ওপর থাকতে হবে বলে। কিন্তু ওর বাবা বারবার অভয় দিতে লাগলেন—"শ্রীশ্রীমাকে স্মরণ করে নিশ্চিন্তে চেপে পড়ো। সব ভাল হবে।"

এ এক সুরম্য বোট যার ছাদে বসার সুযোগ আছে। বোটের ভেতরে মোট তিনটি তলা। এয়ারকন্ডিশন্ড্। ভেতরে ছোট খাবারের কাউন্টার। ফ্রি স্ন্যাক্সও ছিল। বিস্কুট, চা বা কফি। দুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা টিকিটের সঙ্গেই। পছন্দমতো সিট নিয়ে জানলার বাইরে দেখতে লাগলাম। সব সিট ভর্তি হয়নি। বিদেশিরা অধিকাংশই ছাদে বসতে পছন্দ করেছেন।

ক্রুজের ভিতর

যাত্রা শুরু হতেই একজন ক্রু মেমবার এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিলেন আমাদের নিরাপত্তা সম্পর্কে আর আপৎকালীন পরিস্থিতিতে কীভাবে নিজেদেরকে তৈরি করতে হবে তা নিয়ে। আর অবশেষে নিশ্চিন্ত করলেন এই বলে যে এসবের কোনও প্রয়োজনই হবে না। কারণও দেখালেন, বোটের নিচে ক্যামেরা লাগানো আছে যার ডিসপ্লে পাইলটের কেবিনে—যা কোনও বৃহৎ জলজ প্রাণীর ছবি তুলে পাঠাতে সক্ষম, যাতে বোটের সঙ্গে তার ধাক্কা না লাগে। তাছাড়া পুরো মেরিন পার্কটাকেই ক্যামেরার চোখ নজর রাখছে যাতে কোনও হাঙর বা তিমি সংক্রান্ত আক্রমণ না ঘটে। অনেক কোম্পানির বোট একইসঙ্গে যাত্রী এনে এখানে বিচরণ করতে পারে। পুরোটাই নিরাপদ। আছে স্টিংগার নেট আর হাঙর নিরোধক নেটও।

সেল্ফ সেলিং বোট

প্রায় নব্বই মিনিট লাগল আসল স্পটে পৌঁছতে। প্রথম তিরিশ মিনিট ভালই কাটল জল, আকাশ, ভেতরের লোকজন দেখতে দেখতে। এরই মধ্যে ক্রু মেমবাররা জিনজার ট্যাবলেট দিয়ে গেছেন সবাইকে মুখে দিতে—সি সিক্নেস কাটাতে।

যথারীতি তার কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার মেয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়ল। কোস্টাল লাইনের তরঙ্গ ভেঙে শান্ত গভীর সমুদ্রের দিকে বোট পাড়ি দিতেই শুরু হল বমি। মেয়েকে নিয়ে ওর বাবা তাড়াতাড়ি এসি হলের বাইরে গেলেন। কিছুক্ষণ পর সেখানে গিয়ে দেখি বড়রাও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। চারিদিকে ক্রু মেমবাররা ভমিটিং ব্যাগ সরবরাহ করছেন।

আরও কিছু সময় পর দেখলাম সবার মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে—কেউ নাকি ডলফিন দেখতে পেয়েছেন আর জলের মধ্যে প্রবাল দ্বীপপুঞ্জগুলিকে দূর থেকে বোঝা যাচ্ছে। আমাদের বোট একটা বড় জাহাজের মতো জিনিসের সঙ্গে জুড়ে গেল। সেখানে একটার পর একটা বিস্ময়কর

ঘটনা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল।

সবাইকে নির্দেশ দেওয়া হল সুইমিং স্যুট আর স্নরকেলিং কিট নিয়ে নেওয়ার জন্য। সব স্যুটই আগের দর্শক ছেড়ে দেওয়ার পর জলে ধোয়া হচ্ছে আর পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের দ্রবণের ড্রামে চুবিয়ে হ্যাঙারে টাঙিয়ে পরিশোধিত হচ্ছে। দেখলাম ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বিদেশিরা জলে নেমে হাত ধরাধরি করে গোলাকারে জলের ওপর ভেসে স্নরকেলিং কিটের সাহায্যে কোরালের সৌন্দর্য দেখতে শুরু করেছেন।

রঙিন মাছের ঝাঁক

জাহাজের একটা অংশ জলের ওপর ভাসমান থাকে—যাকে বলে পনটুন—সেখান থেকে সবাই জলে নামছে। ছোটদের জন্য একটা কম গভীরতার পুল বানানো আছে পনটুনের একাংশে। আমি ক্যামেরা বার করে ছবি তুলতে শুরু করলাম। মেয়ে আর মেয়ের বাবা জলের সেফটি স্যুট, লাইফ জ্যাকেট, স্পঞ্জ টিউব, স্নরকেলিং কিট নিয়ে জলে নামার জন্য তৈরি হতে লাগল। এখানে সাঁতার জানা-না জানার কোনই পার্থক্য নেই, জ্যাকেট আর স্পঞ্জ টিউবই সবাইকে ভাসিয়ে রাখছে। আমার ভয় করছিল, তাই অন্য বয়স্ক বিদেশি ভদ্রমহিলারা যেভাবে পনটুনে পা ঝুলিয়ে বসে মাথা ডুবিয়ে দেখছিলেন, আমিও তাই করতে লাগলাম। সে এক অপূর্ব জগৎ—একটু দেখতেই নেশা লেগে গেল। বিভিন্ন মাছের গা থেকে বেরোচ্ছে রঙিন আলোর ঝলকানি। ঝাঁপ দিয়ে নেমে গেলাম সমুদ্রে। সাঁতার জানি তাই সুবিধাও হল। এদিক-ওদিক সাঁতরে মুখ ডুবিয়ে রেখে প্রবাল আর মাছেদের দেখতে লাগলাম। স্নরকেলিং কিটের মাহাত্ম্য অনুভব করলাম। নিঃশ্বাস নিতে কোনও অসুবিধাই হচ্ছে না, বরং সারাক্ষণ মাথা ডুবিয়ে জলের তলার দৃশ্য উপভোগ করা যাচ্ছে।

স্কুবা ডাইভিং

একসময় বাঁশি বেজে উঠল, সবাইকে জলের ওপর উঠে আসতে হল লাঞ্চব্রেকের জন্য। অদ্ভুত খাওয়া-দাওয়া। বরফের টুকরোয় রাখা সেদ্ধ চিংড়ি, বিভিন্ন রকম ব্রেড, চিকেন স্টু, বিফ্ যা আমরা খেলাম না, সেদ্ধ কাঁকড়া যা খুব তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল, চিজের টুকরো, স্যালাড আর জুস।

অতিকায় কচ্ছপ

খাওয়ার পর ডাক এল হেলমেট পরে জলের তলায় হেঁটে ঘোরার জন্য, যার টিকিট দুশো ডলার। সেখানে বিভিন্ন নিয়মও বলে দেওয়া হল যেহেতু জলের তলায় হেলমেট পরে কোনও কথা বলা যাবে না। জলের ওপরে থাকা অবস্থায় হেলমেট দড়ির সাহায্যে টেনে ধরে মাথায় পরানো হচ্ছে, তারপর জলের তলায় নেমে গেলে হেলমেট থেকে দড়ি খুলে যাচ্ছে। নাহলে হেলমেটের ভারে ঘাড় ভেঙে যাবে। জলের তলায় হেলমেটের ভার অনুভূত হয় না। সুস্থ থাকলে পাশের ডুবুরিকে বুড়ো আঙুল দেখাতে হবে আর অসুস্থ বোধ করলে বুড়ো আঙুল নিচের দিকে দেখাতে হবে।

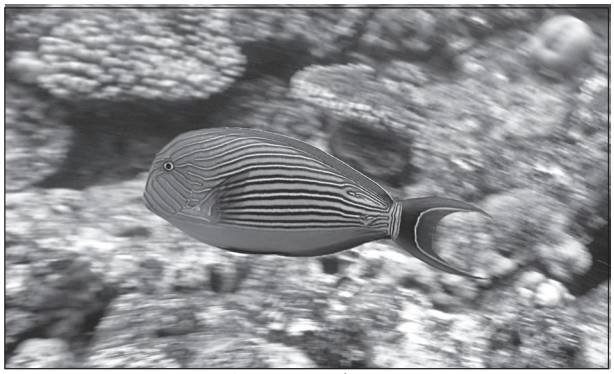
স্ট্রাইপ্‌ড্ সার্জন ফিশ

এছাড়া যোগাযোগ রক্ষা করার কোনও পথ নেই। বিরাটাকার মাছেরা পাশ দিয়ে গেলে আনন্দে হাত-পা দেখানো বা আঙুল দেখানো বারণ, কারণ তাতে বড় বড় মাছেরা খাবার ভেবে আঙুল বা হাত কেটে নিতে পারে। আমি কিন্তু সাহস থাকলেও ছোট মেয়ের কথা ভেবে হেলমেট ট্যুরে সমুদ্রের পাদদেশে হাঁটার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারলাম না।

এরপর গ্লাসবটম্‌ড্ বোটে করে গাইডেড ট্যুর। একদল আসে একদল যায়। বিভিন্ন রকম প্রবাল চিনলাম। ব্রেন কোরাল, স্ট্যাগহর্ন

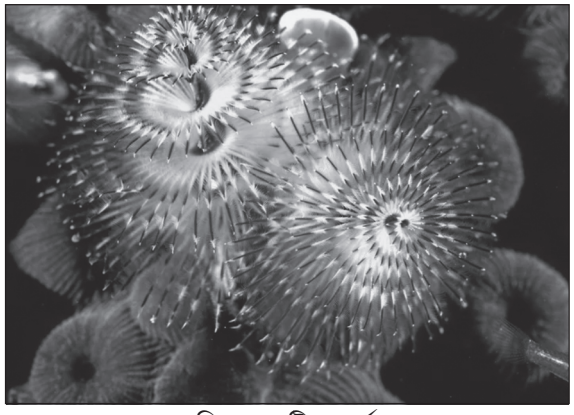
ক্রিসমাস ট্রি ওয়ার্ম

কোরাল, ব্লু কোরাল ইত্যাদি। চিনলাম জেব্রা ফিশ, প্যারোট ফিশ, বৃহদাকার হাম্পব্যাক ফিশ, নীলাভ রঙের বিস্ময়কর মাছ, সি ট্রাউট, আরও কত কী!

একটা ছোট সেমি সাবমেরিনে করে ঘুরতে গেলাম। দেখলাম অনেক মাছের ঝাঁক, অতিকায় কচ্ছপ, কোরাল, স্টারফিশ, সি অ্যানিমন। সমুদ্রের তলদেশের মায়াবী জগতের সৌন্দর্য অনুভব করলাম। আমার মনে এই প্রবালজগতে পদার্পণের অভিজ্ঞতা আমৃত্যু ভাস্বর হয়ে থাকবে স্বমহিমায়।